

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : সৈয়দ আবুল হোসেন, মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

তারিখ : ১২/০১/২০১০।

সময় : বেলা ১২:০০ টা।

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-‘ক’।

সভায় সভাপতি এবং মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী, সৈয়দ আবুল হোসেন শুরুতেই বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণসহ উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর সভাপতির সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ : ৯৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৯৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের উপর আলোকপাত করেন এবং উক্ত কার্যবিবরণীতে সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের মতামত জানতে চান। ৯৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ৯৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

আলোচনা :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের অনুমতিক্রমে সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পিএন্ডএম) গত ০৪/১০/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে উক্ত সভার আলোচ্যসূচি-৫ এর বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধির অনুরোধের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় সভায়

উল্লেখ করেন যে, গত ৯৫তম বোর্ড সভায় অত্যন্ত জটিল বঙ্গবন্ধু সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মত বিশেষজ্ঞ সেনাবাহিনী বা সেতু কর্তৃপক্ষে তথা বাংলাদেশে নেই বিবেচনায় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে Operation and Maintenance (O&M) Operator নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে গত ৩/১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কার্যক্রমকে ২ ভাগে ভাগ করা অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়ের জন্য আলাদাভাবে দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পর্যায়ে সভায় অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপাতত: কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সে অনুযায়ী পরবর্তীতে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

২.২। আলোচনাত্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তবে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কার্যক্রম চলাকালীন কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সে অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

২.৩। ৯৫তম বোর্ড সভার আলোচ্যসূচি-৩, অর্থাৎ সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুর বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে পর্যাপ্ত ঋণ সহায়তার আশ্বাস পাওয়ায় আপাতত: সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুর প্রয়োজন নেই মর্মে মত ব্যক্ত করেন। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সম্মানিত সদস্যগণ পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুর কার্যক্রম স্থগিত রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুর কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৩ : বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত গণপাঠশালায় (প্রাথমিক বিদ্যালয়) কর্মরত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান।

আলোচনা :

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত গণপাঠশালা তথা প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টি পরিচালনার জন্য ১৮/১০/১৯৯৯ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১ বৈশাখ ১৪১৪ হতে বিদ্যালয় দু'টি বন্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তীতে বিদ্যালয় দু'টি সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে নিবন্ধনকৃত বিদ্যালয় হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৩তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব এবং পশ্চিম পাড়ের বিদ্যালয়ের জন্য যথাক্রমে ১১০.৮৬ এবং ৬০.৮৮ শতাংশ জমি যতদিন প্রয়োজন ততদিনের জন্য ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৩.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাড়ের বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষক ও ১৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং পশ্চিম পাড়ের বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষক ও ২৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। শিক্ষকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের মানবিক দিক বিবেচনায় বেতন-ভাতা এবং বিদ্যালয় পরিচালনা বাবদ ২০০৮-০৯ অর্থ বছর পর্যন্ত সেতু কর্তৃপক্ষ ১,৪৬,০০০.০০ টাকা প্রদান করেছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত কোন অর্থ প্রদান না করা সত্ত্বেও শিক্ষকগণ শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই শিক্ষার গুরুত্ব এবং মানবিক বিষয় বিবেচনায় বিদ্যালয় দু'টি সরকার কর্তৃক রেজিষ্ট্রি ভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সভায় রেজিষ্ট্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিদ্যালয় দু'টির শিক্ষকগণের বেতন-ভাতা পরিশোধের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৩.৩। আলোচনাতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) বঙবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টি সরকার কর্তৃক রেজিষ্ট্রি ভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত রেজিষ্ট্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের প্রাপ্যতা অনুযায়ী উক্ত বিদ্যালয় দু'টির শিক্ষকগণের বেতন-ভাতাদী পরিশোধ করা যেতে পারে। এ সিদ্ধান্ত ১/৭/১৯৯৯ তারিখ হতে কার্যকর করা যেতে পারে।
- (খ) বঙবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টি সরকার কর্তৃক রেজিষ্ট্রি ভূক্ত না পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রতি পরিচালনা বাবদ মাসে ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে প্রদান করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-৪ : বঙবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড়ে বাসেক-এর নিজস্ব অর্থে একটি উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ।

আলোচনা ৪

বঙবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড়ে সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে একটি উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, উক্ত এলাকায় প্রায় ৪/৫ কিলোমিটারের মধ্যে কোন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। যে কারণে পুনর্বাসন এলাকার ক্ষতিগ্রস্তসহ সেতু এলাকায় কর্মরত কর্মকর্তাদের সন্তানদের পড়ালেখার জন্য অনেক দূরের বিদ্যালয়ে যেতে হয়। এর ফলে অনেকে পড়ালেখার সুযোগ হতে বাধিত হচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নির্বাহী পরিচালক উক্ত এলাকার জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে পূর্ব পাড়ে একটি উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব করেন। তবে বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত করার দায়িত্ব সেতু কর্তৃপক্ষ নিবে না।

৪.২। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ শুধু বিদ্যালয় নির্মাণ নয় বরং পরিচালনার দায়িত্বও সেতু কর্তৃপক্ষের উপর আসতে পারে। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি বঙবন্ধু সেতুর সেনানিবাস এলাকায় সেতু কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় একটি ভাল মানের উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব করলে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক বিদ্যালয়টি পরিচালনার ক্ষেত্রে সেতু কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করেন। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৪.৩। সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী সভায় জানান যে বিদেশী অন্যান্য বৃহৎ সেতুর ন্যায় বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির মাধ্যমে একে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এবং উক্ত এলাকায় ভবিষ্যতে নির্মিতব্য অবকাঠামোসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সম্মানিত সদস্যগণ বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন এবং প্রণীতব্য Master Plan-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যালয়টি নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৪.৪। আলোচনাতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সেবাবাহিনী বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকার জন্য প্রণীতব্য Master Plan এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ নেবে।
সেতু কর্তৃপক্ষ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। তবে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টি পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।
- (খ) বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকা-কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করাসহ উক্ত এলাকার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার (Master Plan) বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৫ : বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার হাসপাতাল পরিচালনা।

আলোচনা :

বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার হাসপাতাল তথ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উভয় পাড়ের পুনর্বাসন এলাকার বিদ্যালয় দু'টি পরিচালনার বিষয়ে গত ১৮/১০/১৯৯৯ তারিখে মোট ৭৫,৮৮,১৪০.০০ টাকায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে ২৯ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১ম কিস্তি বাবদ ২৬,৪৭,০০০.০০ টাকা অঙ্গীম পরিশোধ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২৯/১০/২০০৯ তারিখের পত্রে উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র তাদের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব নয় মর্মে জানায়। এর ফলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিবেচনায় পূর্ব পুনর্বাসন এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়। সভায় আলোচনাকালে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ১ম কিস্তি বাবদ অঙ্গীম পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে সমন্বয় সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়সহ বিস্তারিত উল্লেখ করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৫.২। আলোচনাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার হাসপাতাল তথা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার বিষয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অপরাগতা প্রকাশের প্রেক্ষাপটসহ ১ম কিস্তি বাবদ অঙ্গীম পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে সমন্বয় সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়সহ বিস্তারিত উল্লেখ করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৬ : সোনার বাংলা সমাজ সংক্ষার সংস্থা (সোবাস) এবং ভূয়াপুর উন্নয়ন পরিষদ (বিডিপি) এর নিকট বাসেক-এর লীজকৃত ৬৬টি পুকুরের লীজ মেয়াদ ২৫ বছর করা।

আলোচনা :

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, গত ১৩/৫/২০০১ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় ৫৬টি পুকুর ‘সোবাস’ এবং ১০টি পুকুর ‘বিডিপি’-কে ৭ বছরের জন্য ইজারা দেয়া হয়। সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৫তম বোর্ড সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে ইজারার মেয়াদ ৭ হতে ৩ বছর নির্ধারণ এবং দরপত্রের মাধ্যমে নতুন ইজারাদার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৩তম বোর্ড সভায় পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে নতুন দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন এবং নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান এনজিও’র মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১/৯/২০০৫ তারিখে লীজ চুক্তি বাতিল করা হলে এনজিও ২টি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ঝীট পিটিশন দাখিল করেন, যা ৩০/৭/২০০৯ তারিখ হতে মাননীয় আদালত খারিজ করে দেন। বর্তমানে পুকুরগুলো উক্ত এনজিও দু’টির ভোগ-দখলে রয়েছে এবং তারা চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী প্রতি ৫ বছর অন্তর ১০% বৃদ্ধিতে ২৫ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের আবেদন করেছেন।

৬.২। সভায় আলোচনাকালে এনজিও দু’টি সেতু কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়েছে বিধায় তাদেরকে ইজারা প্রদান করা সমীচীন হবে না মর্মে যত প্রকাশ করা হয়। এ পর্যায়ে সেতু কর্তৃপক্ষের ৯২তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত এবং পরবর্তীতে জারীকৃত নির্দেশিকার আলোকে পুকুরগুলো ইজারা প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৬.৩। আলোচনাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

সোনার বাংলা সমাজ সংক্ষার সংস্থা (সোবাস) এবং ভূয়াপুর উন্নয়ন পরিষদ (বিডিপি) এর নিকট হতে পুকুরগুলো বুঝে নিয়ে “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুকুর, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি ইজারা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা” অনুসরণ করে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৭ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জমি, পুকুর, স্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লীজ গ্রহণের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা :

বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় অব্যবহৃত জমি, পুকুর ইত্যাদি ইজারা প্রদানের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে কিছু জমি পুকুর/ডোবা ও স্থাপনা অব্যবহৃত রয়ে গেছে। এগুলো ভাড়া/লীজ প্রদানের বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আবেদন পাওয়া গেছে। এ সংক্রান্ত তালিকা সভায় উপস্থাপন করা হলে নির্দেশিকার আলোকে ইজারা প্রদানের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৭.২। আলোচনাত্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় অব্যবহৃত জমি, পুকুর, স্থাপনা ইত্যাদি “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুকুর, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি ইজারা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা” এর আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৮ : যমুনা রিসোর্ট লিঃ-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির বাস্তবায়ন অঞ্চলিক অবস্থার উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা :

যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৯ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ধার্যকৃত লভ্যাংশ/মুনাফা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান।

আলোচনা :

সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য নির্ধারিত লভ্যাংশ/মুনাফা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, অর্থ বিভাগ ইতোমধ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে লভ্যাংশ হিসাবে ৮.০০ (আট) কোটি টাকার মধ্যে ২য় কিণ্ঠি পর্যন্ত ৪.০০ (চার) কোটি সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য পত্র মারফত অনুরোধ জানিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভায় জানানো হয় যে, সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে Depreciation এর জন্য আলাদা হিসাব খুলে তাতে ৮২ কোটি টাকা জমা রাখা হয়েছে। অন্যদিকে টোলের আয় থেকে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে বছরে প্রায় ১০৩.০০ কোটি টাকা, ভ্যাট বাবদ ৩০.০০ কোটি টাকা এবং আয়কর বাবদ ২৬.০০ কোটি পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু সেতুর ফটল মেরামতে প্রায় ২৫০.০০ কোটি টাকা, টোল যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণে ১০.০০ কোটি টাকা এবং মুক্তারপুর সেতুর টোল প্লাজা নির্মাণসহ টোল যন্ত্রপাতি স্থাপনে প্রায় ১২.০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সেতু বিভাগ এবং সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়ও টোলের আয়ের অর্থ থেকে বহন করা হয়ে থাকে। ফলে সেতু কর্তৃপক্ষের ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হওয়ায় অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত লভ্যাংশ হতে অব্যাহতির প্রস্তাব করা হলে বিষয়টি অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৯.২। আলোচনাত্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য নির্ধারিত লভ্যাংশ/মুনাফার বিষয়টি অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-বিবিধ-১ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

আলোচনা :

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, গত ৭/৫/২০০৮ তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষের ৯১তম বোর্ড সভায় বোর্ডের সদস্য/প্রতিনিধিদের বৈঠক প্রতি ১৫০০.০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপণ অনুযায়ী উক্ত সম্মানী হতে ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করা হচ্ছে। বোর্ড সভায় বিভিন্ন কারিগরী, আর্থিক ও প্রশাসনিক সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়ে থাকে। বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ অনেক ব্যক্ততার মাঝেও সভায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান সময় দিয়ে থাকেন। তাঁদের সুচিত্তিত মতামত/পরামর্শ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান, পদমর্যাদা এবং বিভিন্ন স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সম্মানী হার বিবেচনা করে সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সদস্য/প্রতিনিধিদের বৈঠক প্রতি ২৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের প্রস্তাব করেন। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এ প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) বোর্ডের সদস্য/প্রতিনিধিদের বৈঠক প্রতি ২৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা যেতে পারে এবং এ সিদ্ধান্ত ৯৭তম বোর্ড সভা হতে কার্যকর হবে।

সভাপতি মহোদয় সেতু কর্তৃপক্ষের পরবর্তী বোর্ড সভা বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করে এবং উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ : ২২/০১/২০১০


(সৈয়দ আবুল হোসেন)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১২ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের
৯৬তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবুদ্ধি।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
০১.	ই. এস. এফ. আব্দুর চৌধুরী সম্পর্ক বিভাগ মন্ত্রণালয়	মন্ত্রণালয় বিভাগ	স্বাক্ষর
০২.	স্রী: মুন্তাজ হোসেন চৌধুরী স্বতি: মুন্তাজ	প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া	স্বাক্ষর
০৩	স্রী: এন: মনুজ চৌধুরী	মন্ত্রণালয়	স্বাক্ষর
০৪	মোস্তাফা জাহান স্বতি: মোস্তাফা (চৌধুরী)	অর্থ ও বিত্ত বিভাগ অর্থ, বিত্ত ও বৈমানিক বিভাগ-সম্পর্ক বিভাগ	স্বাক্ষর
০৫	স্রী: মুফাইদ বিদ্যুত চৌধুরী	প্রেসচার্চ	স্বাক্ষর
০৬	মোস্তাফা মাহুদ চৌধুরী স্বতি: মোস্তাফা (চৌধুরী)	খেতু বিভাগ/বাধ্যতা বিভাগ	স্বাক্ষর ০২-১-২০১০
০৭	মুন্তাজ হোসেন স্বতি: মুন্তাজ	প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া/ক্ষমতা	স্বাক্ষর ০২-১-২০১০
০৮	শেখ ফাতেমুজিবুর রহমান স্বতি: ফাতেমুজিবুর রহমান (চৌধুরী)	মন্ত্রণালয়/বাধ্যতা	স্বাক্ষর ০২-১-২০১০
০৯	মুন্তাজ হোসেন স্বতি: মুন্তাজ	প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া/ক্ষমতা	স্বাক্ষর ০২-১-২০১০
১০	শেখ ফাতেমুজিবুর রহমান স্বতি: ফাতেমুজিবুর রহমান (চৌধুরী)	মন্ত্রণালয়/বাধ্যতা	স্বাক্ষর ০২-১-২০১০
১১	স্রী: গোপনীয়ান প্রজ্ঞান স্বতি: প্রজ্ঞান প্রজ্ঞান	বাধ্যতা	স্বাক্ষর ০২-১-২০১০
১২	স্রী: মুন্তাজ হোসেন স্বতি: মুন্তাজ	বাধ্যতা	স্বাক্ষর
১৩	স্রী: মুন্তাজ হোসেন স্বতি: মুন্তাজ	বাধ্যতা	স্বাক্ষর

**১২ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের
৯৬তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।**

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
১	শেখ ইস্তমান হোস্টেল চৰকাৰী কলেজ (অধিবেশন প্ৰস্তাৱ আৰম্ভণ)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়	৪
২	মোঃ বুখোলজ ইমেলো স্বীকৃত স্নাতকোত্তীর্ণ	বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয়
৩	মোহাম্মদ আব্দুল জ্বেল বৰ্ষোত্তীর্ণ	শাস্ত্ৰীয় ও প্ৰযোৗীয় বিজ্ঞান বিভাগ	৫
৪	বাবু ইন্দোবীৰ অৰ্পণীয় মুখো	জাতীয় বিভাগ অধীনস্থ বিভাগ	বৰ্ষোত্তীর্ণ
৫	বিক্রিয়া অঙ্গীচাৰ্ট পুস্তক প্ৰাচৰ	অৰ্থ বিভাগ	১২.১.২০
৬	ফুলেশ্বৰ পাতেল মুস্তাফা পুর্ণো (বৰ্ষোত্তীর্ণ প্ৰস্তাৱ দণ্ডনীয়)	বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয়
৭	মোঃ আলোগুলু পুস্তক প্ৰাচৰ	মেডিসিন	১২.১.২০
৮	শেখ মুন্দুয়াস্ত ঘালী মুক্ত-মুক্তি/পাত্ৰচৰণ (২০১০)	"	১২.১.২০
৯	(শেখ) মুন্দুয়াস্ত কলেজ-মুক্তি/কলেজ পুস্তক প্ৰকল্প	অৰ্থ বিভাগ	১২.১.২০
১০	মোঃ কেজুল ইস্তমান কলেজ-মুক্তি/কলেজ পুস্তক প্ৰকল্প	"	১২.১.২০
১১	শেখ মুন্দুয়াস্ত কলেজ-মুক্তি পুস্তক প্ৰকল্প	অৰ্থ বিভাগ	১২.১.২০
১২	শেখ মুন্দুয়াস্ত কলেজ-মুক্তি/কলেজ পুস্তক প্ৰকল্প	"	১২.১.২০
১৩	শেখ মুন্দুয়াস্ত কলেজ-মুক্তি পুস্তক প্ৰকল্প	অৰ্থ বিভাগ	১২.১.২০
১৪	(মাধ্যমিক জ্যোতি কলেজ, পুষ্টি ত্বৰ্যবৰ্যোৎকৃষ্ণ প্ৰকল্পস্থী) (নদীগঞ্জ)	চ. (মুক্তি), মুক্তি	১২.১.২০
১৫	শেখ মুন্দুয়াস্ত কলেজ-মুক্তি (মুক্তি পুস্তক প্ৰকল্প)	অৰ্থ বিভাগ	১২.১.২০
১৬	শেখ মুন্দুয়াস্ত কলেজ-মুক্তি (মুক্তি পুস্তক প্ৰকল্প)	অৰ্থ বিভাগ	১২.১.২০
১৭	শেখ মুন্দুয়াস্ত কলেজ-মুক্তি (মুক্তি পুস্তক প্ৰকল্প)	অৰ্থ বিভাগ	১২.১.২০